Questions no 7. লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন কাকে বলে?

এই বিভাজন তৈরির কারণ কি? এর প্রভাব লেখো।

প্রতিটি সমাজে মানুষ বিভিন্ন ধরনের কাজ করে সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। তবে কাজগুলো সকলের জন্য সমানভাবে ভাগ হয় না। সমাজে দীর্ঘদিন ধরে এক ধরনের রীতি গড়ে উঠেছে, যেখানে কিছু কাজকে নারীর কাজ এবং কিছু কাজকে পুরুষের কাজ হিসেবে ধরা হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন।

লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজনের বিভিন্ন রূপ:

নারীদের জন্য বরাদ্দ কাজ:

ক) গৃহস্থালি কাজ: রান্না, পরিষ্কার, কাপড় ধোয়া, শিশুদের লালন-পালন ও বৃদ্ধদের যত্ন,

খ) সেবামূলক পেশা: নার্স, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, দর্জি

পুরুষদের জন্য বরাদ্দ কাজ:

ক) বাইরের আয়মূলক কাজ: অফিস, ব্যবসা, কৃষিকাজ

খ) শারীরিক পরিশ্রমের কাজ: রাজমিস্ত্রি, গাড়ি চালানো, নির্মাণকাজ

গ) নেতৃত্বের পদ: রাজনীতি, প্রশাসন, কোম্পানির উচ্চপদ

লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজনের কারণ :

১. সামাজিক কুসংস্কার ও প্রথা:

প্রাচীনকাল থেকে সমাজ নারীদের গৃহকর্মের জন্য এবং পুরুষদের বাইরের কাজের জন্য প্রস্তুত করেছে।

২. শারীরিক গঠন ও জৈবিক ভিন্নতা:

সন্তান ধারণ ও লালনের দায়িত্ব নারীদের হওয়ায় তাদেরকে ঘরের ভেতরের কাজের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

৩. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা:

অনেক ধর্ম ও সংস্কৃতিতে নারীদেরকে ঘরের ভেতরেই রাখার কথা বলা হয়েছে।

৪. শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব:

নারীদের শিক্ষা কম থাকায় তারা পেশাগত জীবনে পিছিয়ে পড়েছে, ফলে কাজের সুযোগ সীমিত থেকেছে।

লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজনের প্রভাব:

১. নারীদের শ্রমের অবমূল্যায়ন:

গৃহস্থালি কাজকে "কাজ" হিসেবে ধরা হয় না, ফলে নারীরা দিনরাত পরিশ্রম করেও কোনো স্বীকৃতি পায় না।

২. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হ্রাস:

আয়ের সুযোগ কম থাকায় নারীরা আর্থিকভাবে পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

৩. কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য:

অনেক পেশায় নারীদের উপস্থিতি কম এবং যেসব জায়গায় নারীরা কাজ করে, সেসব কাজ কম পারিশ্রমিকের।

৪. নেতৃত্বে নারীদের অনুপস্থিতি:

পুরুষদের অধিকাংশ সময় নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়, ফলে নারীদের মতামত ও চাহিদা উপেক্ষিত হয়।

৫. সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য টিকে থাকে:

এই বিভাজনের ফলে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্য জন্মের পর থেকেই শুরু হয় এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলতে থাকে।